প্রকাশ মণ্ডল বর্তমানে কাঁটোয়া কলেজের দর্শন বিভাগে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালুমনি এসোসিয়েশন থেকে তিনি ২০১২ সালে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নীতিবিদ্যার ওপর পি. এইচ. ডি ডিগ্রির কাজে নিযুক্ত আছেন। ইতিমধ্যে দর্শন, বিশেষত নীতিশাস্ত্রের ওপর, তাঁর বিশেষ কিছু লেখা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২২ সালে "নৈতিকতার দুই মেরু: কান্ট ও মিল" শিরোনামে এবং ২০২৩ সালে "Gettier Type Problem: An Indian Response" শিরোনামে তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ২০২৩ সালে "প্রাত্যহিক জীবনের নীতিকথা" শিরোনামে তাঁর একটি সম্পাদিত বই প্রকাশিত হয়।

আসমা পারভীন খাতুন বর্তমানে নিস্তারিণী কলেজের দর্শন বিভাগে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত। বিশ্ব ভারতী থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতকোত্তর এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ইতিমধ্যে দর্শন, বিশেষত নীতিশাস্ত্রের ওপর, তাঁর বিশেষ কিছু লেখা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৩ সালে "Importance of Ethics in Everyday Life" শিরোনামে তাঁর একটি সম্পাদিত বই প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬
দূরভাষ ঃ ০৩৩-২২১৯৩১০০
মোবাইল ঃ ৯৪৩২২২৬২২০

9 789381 795934

সমকালীন পশ্চিমী দর্শন ভাবনা

সম্পাদনা
প্রকাশ মণ্ডল
আসমা পারভীন খাতুন

সংস্কৃত বুক ডিপো

প্রকাশক :
অভয় বর্মণ
সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

© প্রকাশক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন কিংবা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ে গ্রাফিক্স, ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন : ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিলিপি প্রস্তুত করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ ঃ জন্মাষ্টমী ২০২৩

মূল্য ঃ ২০০/-

ISBN : 978-93-81795-93-4

মূদ্রক ঃ
নিউ জয়কালী প্রেস
১/১, দীনবন্ধু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

বিশ্লেষণী দর্শনের ধ্রুবতারা জর্জ এডওয়ার্ড মূরের (G. E. Moore)
জন্ম সার্ধ শতবর্ষে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে সমর্পিত।

হাইডেগারের জগৎ সম্পৃক্ত সত্তারূপে ডাজাইন : একটি সমীক্ষা	রাজেন্দ্র নাথ অধিকারী	১১৬-১২৬
অভিজ্ঞতাবাদীদের প্রথম মতান্ধতা (Dogma) : কোয়াইন	প্রসেনজিৎ খাঁ	১২৭-১৩৮
অস্তিবাদী দর্শনে সত্তার ধারণা	গৌরী ঘোষ	১৩৯-১৫২
জন ডিউই এবং তাঁর শিক্ষা দর্শন	অমিত গড়াই	১৫৩-১৬৪
কিয়ের্কেগার্ড এবং সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাধীনতার ধারণা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	রোহিত রজক	১৬৫-১৭৬
প্রয়োগবাদী দর্শনের আলোকে শিক্ষা	ড. নন্দিনী ব্যানার্জী ও জয়দেব দত্ত	১৭৭-১৮৬

সাধারণ বোধের দর্শন : প্রসঙ্গ জর্জ এডওয়ার্ড মূর

প্রকাশ মণ্ডল*

আসমা পারভীন খাতুন*

প্রেক্ষাপট:

হেগেলীয় ভাববাদী চিন্তাধারার সাইক্লোন যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ, আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে, তখন অধ্যাপক জর্জ এডওয়ার্ড মূর ভাববাদরূপী এই সাইক্লোনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সাধারণ বোধের ওপর ভিত্তি করে ভাববাদের বিপরীতে নব্য বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, তিনি-ই প্রথম দার্শনিক যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শন চর্চা হওয়া উচিত সাধারণ বোধের ওপর ভিত্তি করে, কেননা দর্শন শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে সাধারণ বোধের বিকল্প মেলা ভার। দার্শনিক মূর তাই দর্শন চর্চার শুরুতেই সাধারণ বোধের আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ বোধের ওপর ভিত্তি করেই নব্য বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে আমরা অধ্যাপক জর্জ এডওয়ার্ড মূর-এর সাধারণ বোধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং নব্য বাস্তববাদের মূল বক্তব্যকে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

জীবনী ও কর্মক্ষেত্র:

জর্জ এডওয়ার্ড মূর (George Edward Moore) ১৮৭৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর লন্ডনের আপার নরউড নামক একটি উপশহরে জন্মগ্রহণ

*স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, কাটোয়া মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান।

যোগাযোগ- reveal1991@gmail.com

* সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া। যোগাযোগ- asma.ju88@gmail.com

করেন, যা লন্ডন শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। তাঁর পিতা ড্যানিয়েল মূর (Daniel Moore) ছিলেন একজন স্বনামধন্য ডাক্তার এবং পিতামহ জর্জ মূর (George Moore) ছিলেন প্রখ্যাত লেখক। ড্যানিয়েল মূরের আট জন সন্তানের মধ্যে জর্জ এডওয়ার্ড মূর ছিলেন পঞ্চম সন্তান। প্রাথমিকভাবে তিনি ডুলউইচ কলেজে পড়াশোনা করে ১৮৯২ সালে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ক্লাসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভর্তি হন এবং ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বৃত্তি পান। পরবর্তীতে ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি লাভের সময়কালে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র, 'বিচারের প্রকৃতি' (*The Nature of Judgement, 1899*), এবং 'ভাববাদ বর্জন' (*The Refutation of Idealism, 1903*) প্রকাশিত করেন, যা ব্রিটিশ দর্শনে ভাববাদের আদর্শকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। ১৯০৩ সালে তিনি নীতিবিদ্যার ওপর 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' (*Principia Ethica*) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই রচনা করেন। এছাড়া ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি 'মাইন্ড' নামক জার্নালটি সম্পাদনা করেন। অবশেষে, ১৪ই অক্টোবর ১৯৫৮ সালে ইংলিন নার্সিংহোমে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো- *Ethics (1912), Philosophical Studies (1922), A Defence of Common Sense (1925), An Autoblography (1942), Some Main Problems of Philosophy (1953), Philosophical Papers (1959), The Elements of Ethics (1991)* ইত্যাদি।

সাধারণ বোধের দর্শন (The Philosophy of Common Sense): অষ্টাদশ শতকের প্রখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন,

"তুমি দার্শনিক হও, তাতে ক্ষতি নেই, তবে তোমার দর্শন যেন জীবনমুখী হয়" অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনা যেন সমাজ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত না হয় (Be a philosopher, but amidst all your philosophy, be still a man)[১]। ঊনবিংশ শতকে উপনীত হয়ে প্রখ্যাত দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মূর, ডেভিড হিউমের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অধ্যাপক মূর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন-

"I do not think that the world or the sciences would ever have suggested to me any philosophic problems. What has suggested philosophic problems to me things which other philosophers have said about the world and the sciences. In many problems suggested in this way I have been (and still am) very keenly interested-the problems in question being mainly of two sorts, namely, first, the problem of trying to get really clear as to what on earth a given philosopher meant by something which he said, and, secondly, the problem of discovering what really satisfactory reasons there are for supposing that what he meant was true, or, alternatively was false"[২] অর্থাৎ, আমি মনে করি না যে বিশ্ব বা বিজ্ঞান আমাকে কোন দার্শনিক সমস্যার সম্মুখীন করেছে, বরং বিশ্ব বা বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ যে তত্ত্ব দিয়েছেন, সেগুলো আমাকে সমস্যার সম্মুখীন করেছে। এইভাবে পূর্ব প্রস্তাবিত অনেক দার্শনিক সমস্যা নিয়ে

---

[১] Hume, D. *An Enquiry Concerning Human Understanding.* Ed. By Dr. J. N. Mohantl. P. 4.

[২] Schilpp, P. A (Edited). *The Philosophy of G. E. Moore* In The Library of Living Philosophers, Vol. IV. P. 14.

আমি দীর্ঘদিন ধরে, এমনকি এখনও বেশ উৎসাহী। এই সমস্যাগুলো প্রধানত দুই ধরণের, যথা, প্রথমত, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কী আছে? কী দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গঠিত? -এই প্রশ্নকে ঘিরে দার্শনিকদের অভিমতগুলোকে সাবলীল ও পরিষ্কার করে তোলার সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত, একজন দার্শনিকের তত্ত্বকে সত্য বলে ধরে নিয়ে বিপরীত তত্ত্বগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারার মতো সন্তোষজনক যুক্তি আবিষ্কার করতে না পারার সমস্যা।

অতএব খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারছি, জর্জ এডওয়ার্ড মূর দর্শনকে কোনো ভাবপ্রবণ আকাশচারিতা মনে করেন নি, বরং জীব ও জগৎ সম্পর্কে লৌকিক অভিমতকেই তিনি হাতিয়ার করে দর্শন চর্চা করেছেন। ১৯১০ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তিনি সাধারণ বোধের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে "Some Main Problems of Philosophy" নামক বই আকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "A Defense of Common Sense"-এ সাধারণ বোধের স্বপক্ষে তাঁর অভিমতের বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

দার্শনিক মূর এই নিবন্ধটি শুরু করেছেন কয়েকটি সত্য প্রস্তাবের তালিকা দিয়ে, যেগুলোকে মোটামুটি তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, "আমার দেহের জন্মের অনেক বছর আগেও পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল" -এই প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করে, তিনি প্রথমেই দাবি করেন যে তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন এটি সত্য, দ্বিতীয়ত 'আমার মতো অন্যদেরও দেহ আছে' (সেই দেহের উৎপত্তিও আছে) এবং এই সম্পর্কে অন্যরাও একইভাবে নিশ্চিত। তৃতীয়ত তিনি দাবি করেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে যে সত্যতার উপলব্ধি হয়েছে, তা সাধারণ বোধ থেকে উপলব্ধ। সাধারণ বোধের এই সত্য বিবৃতিগুলোকে অধ্যাপক মূর স্বতঃসিদ্ধ সত্য বিবৃতি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অনেক দার্শনিক-ই আছেন, যাঁরা এই বিবৃতিগুলোকে

সত্য বলে বিশ্বাস করেন, অথচ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার সময় সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন (যদিও তাঁরা জানেন এই বিবৃতিগুলোকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক)। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাইলে বলতে হয়, যে সমস্ত দার্শনিক সাধারণ বোধের দ্বারা উপলব্ধ সত্যকে অস্বীকার করেন তাঁরা বলবেন,[বস্তুজগতের অস্তিত্ব নেই, কাল (সময়) অবাস্তব, নিজের মনের বাইরে কোনো বস্তু নেই (যদিও তাঁরা বিশ্বাস করেন এই বিবৃতিগুলোর বিপরীত বিবৃতিই সত্য)]। তিনি আরও বলেছেন, অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর নিজের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে; তা হলো- সাধারণ বুদ্ধিতে যা উপলব্ধ হয়, জটিল বাক্যবিন্যাস করে তাকে অস্বীকার করা অর্থহীন। দার্শনিক মূর মনে করেন, এভাবেই কেবলমাত্র সাধারণ বোধ দ্বারাই বাইরের জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, অতিরিক্ত কোনো গালভরা তত্ত্বকথার প্রয়োজন হয় না। তবে সাধারণ বোধের দ্বারা জগতের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য তিনটি শর্ত প্রয়োজন[৩]।

প্রথমত, কোনো বাক্যকে সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে বাক্যটিকে প্রমাণ করতে হলে হেতুবাক্য প্রয়োজন, তবে হেতুবাক্যগুলোকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যে হেতুবাক্যের দ্বারা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই হেতুবাক্যটির সত্যতা সম্পর্কে অবশ্যই নিশ্চিত জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ হেতুবাক্যটি নিশ্চিতভাবে সত্য হবে।

তৃতীয়ত, যে বাক্যটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেই বাক্যটিকে হেতুবাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হতে হবে।

আমার মনে হয় একটি উদাহরণের সাহায্যে ওপরে আলোচিত তিনটি শর্তকে আলোচনা করলে বিষয়টি অনেক বেশি সুস্পষ্ট হবে। যদি

---

[৩] আলম, রশীদুল ও নূরনবী. *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (সাম্প্রতিক কাল).* পৃষ্ঠা. ২৩৩

"আমার দুটি হাত আছে" -এই বাক্যটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করে প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই পূর্বে উল্লেখিত শর্ত তিনটি পূরণ করতে হবে। এখন দেখা যাক শর্ত তিনটি এই উদাহরণে পূরণ হচ্ছে কি না? "আমার দুটি হাত আছে" -এই সিদ্ধান্ত বাক্যটি অবশ্যই হাত নাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে "এটি বাম হাত" এবং "এটি ডান হাত" - এইরূপ মিশ্র হেতুবাক্য থেকে অবশ্যই পৃথক এবং যখন হাত নাড়িয়ে বলছি এটি আমার হাত তখন সেই মুহূর্তে আমার হাত সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় থাকে না। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত সিদ্ধান্তটি হেতুবাক্যগুলো থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দার্শনিক মূর সাধারণ বোধের ওপর ভিত্তি করে জগতের একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং তিনি পুনরায় যুক্তি দিয়েছেন যে, যদি সাধারণ বোধের দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় তবে সাধারণ বোধ বিরোধী ভাববাদী মতবাদকে গ্রহণ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই তিনি তাঁর দর্শনে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে প্রভাব বিস্তার করে আসা হেগেলীয় ভাববাদের খণ্ডন করে নব্য বাস্তববাদের পত্তন করেছেন। এখন দার্শনিক মূর কীভাবে ভাববাদ খণ্ডন করে নব্য বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

ভাববাদ খণ্ডন (Refutation of Idealism):

হেগেলীয় ভাববাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাস্তববাদ তত্ত্বের উত্থানের সঙ্গে যে কয়েকজন দার্শনিকের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত, দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মূর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০৩ সালে 'মাইন্ড' জার্নালে তাঁর "The Refutation of Idealism" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিলো ভাববাদের তীব্র সমালোচনা করা। এই প্রবন্ধটির দুটি দিক আছে; নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকে তিনি ভাববাদের সমালোচনা করে মতবাদটিকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেছেন এবং

ইতিবাচক দিকে তিনি সাধারণ বোধ সমর্থিত নব্য বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

"The Refutation of Idealism" নিবন্ধের নেতিবাচক দিকে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সমস্ত ধরণের ভাববাদের চূড়ান্ত ভিত্তি হল "esse-est-percipi" বা "অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর"। আমরা সকলেই জানি, ভিত্তি অর্থাৎ যার ওপর সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ভিত্তিকে যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় তাহলেই সিদ্ধান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে কারণ হেতুবাক্য মিথ্যা হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যাই হবে। এই কারণেই দার্শনিক মূর সর্বাগ্রে ভাববাদের মূল ভিত্তি (esse-est-percipi) কে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। তাঁর মতে, "percipi"-এর আসল অর্থ হল সংবেদন। কিন্তু বেশিরভাগ ভাববাদীরা "percipi"-এর অর্থ চিন্তা করা হিসেবে গ্রহণ করেন। "percipi"- শুধুমাত্র একটি অর্থে (প্রত্যক্ষণ) ব্যবহৃত হলেও সংযোজক "is"-এর অন্তত তিনটি অর্থ আছে, যথা-

(ক) উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের অর্থের সম্পূর্ণ অভিন্নতা। এখানে উদ্দেশ্য হলো "esse" (অস্তিত্ব) এবং বিধেয় হলো "percipi" (প্রত্যক্ষ)। সুতরাং, 'esse' এবং 'percipi' অভিন্ন। যদি উভয়ই অভিন্ন হয়, তাহলে এর অর্থ হল 'esse' এবং 'percipi' উভয়ই সমার্থক পদ। সমার্থক হওয়ার কারণে উভয় পদের অর্থও অভিন্ন, কিন্তু তা বাস্তবে সত্য নয়। অস্তিত্ব (esse) এবং প্রত্যক্ষ (percipi) এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে।

(খ) আংশিক অভিন্নতা। এখানে বিধেয় হলো উদ্দেশ্যের একটি অংশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ হলো অস্তিত্বের একটি অংশ। কিন্তু দার্শনিক মূরের মতে প্রত্যক্ষণের ধারণা থেকে অস্তিত্বের ধারণা নিঃসৃত হয় না কেননা অস্তিত্ব থাকলে তবেই প্রত্যক্ষ হয়, অস্তিত্ব না হলে প্রত্যক্ষ হবে কীভাবে? অস্তিত্ব কোনো ভাবেই প্রত্যক্ষের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নির্ভর। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যাক- 'মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী' -এই বচনের উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' এর দুটি অর্থ রয়েছে; প্রাণীত্ব

এবং যুক্তিবাদীতা। প্রাণীত্ব হলো উদ্দেশ্য ('মানুষ')-এর একটি অংশ। কেবলমাত্র প্রাণীত্ব থেকে 'মানুষ'-এর ধারনা পাওয়া যায় না, কারণ মানুষ শুধু প্রাণী নয়, যুক্তিবাদীও।

(গ) উদ্দেশ্যের উপস্থিতি থেকে বিধেয়ের উপস্থিতির কল্পনা নিছক অনুমান মাত্র, এতে কোনো নিশ্চয়তা নেই। বার্কেলের মতে বস্তুর অস্তিত্ব ও বস্তুর সংবেদন অভিন্ন। উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু দার্শনিক মূরের মতে অবিচ্ছিন্নতা কি অভিন্নতাকে প্রমাণ করে? না, অপৃথকত্ব অভিন্নতা প্রমাণ করে না। 'Esse' এবং 'Percipi' এক নয়। সুতরাং উদ্দেশ্যের (অস্তিত্ব) উপস্থিতি থেকে বিধেয়ের (প্রত্যক্ষণের) উপস্থিতি অনুমান করা যায় না।

ওপরের জোরালো যুক্তিগুলো দিয়ে দার্শনিক মূর ভাববাদের খণ্ডন করেছেন। এখন তিনি "The Refutation of Idealism" প্রবন্ধের ইতিবাচক দিকে যেভাবে নব্য বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই বিষয়ে আলোচনা করবো।

নব্য বাস্তববাদ (Neo-Realism):

ঊনবিংশ শতকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে হেগেলীয় ভাববাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদল দার্শনিক নব্য বাস্তববাদের প্রবর্তন করেন, যার অন্যতম প্রবর্তক হলেন জর্জ এডওয়ার্ড মূর। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো লৌকিক বাস্তববাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ভাববাদকে সমূলে উচ্ছেদ করা।

দার্শনিক মূরের মতে, 'মন' মূল সত্তা নয়, এমনকি জ্ঞানের কোনো বিষয়ই ব্যক্তিনির্ভর (Subjective) নয়। এই কারণেই জগতকে তিনি বহু স্বাধীন সত্তার সমষ্টি বলেছেন। তিনি মনে করেন না যে, জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা বিদ্যমান। তাঁর মতে জগৎ হলো বহু পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তুর সমাহার। তাই জর্জ এডওয়ার্ড মূর কে বহুত্ববাদী (Pluralist) বলা হয়। দার্শনিক মূরের নব্য বাস্তববাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো-

নব্য বাস্তববাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

১) নব্য বাস্তববাদীদের মতানুসারে আমরা সরাসরি বস্তুকে জানতে পারি, জানার জন্য কোনো প্রকার ধারণা বা প্রতিচ্ছবির প্রয়োজন নেই।

২) নব্য বাস্তববাদীগণ বহুত্ববাদী, কেননা তাঁরা মনে করেন জগতে অসংখ্য স্বাধীন বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের মধ্যকার যে সম্পর্ক তা নিছক বাহ্যিক নয়, বরং অভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী।

৩) নব্য বাস্তববাদীদের মতে শুধু বস্তুর মুখ্য গুণগুলোই বাস্তব তা নয়, গৌণ গুণগুলোও বাস্তব কেননা গৌণ গুণগুলোকেও মুখ্য গুণের ন্যায় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আর তাই গৌণ গুণগুলোর পারস্পারিক সম্পর্কও বাস্তব। তাঁরা আরও বলেছেন, বস্তু মাত্রই কতকগুলো ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংযোগ বা সমষ্টিস্বরূপ। যেমন- আমরা যাকে 'কলা' বলি তা লম্বা, হলুদ রঙ, মিষ্টি, মসৃণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োপাত্তের বা প্রতিভাসের সমষ্টিমাত্র এবং এই সমষ্টির বাইরে দ্রব্য বলে পৃথক কোনো কিছু নেই।

৪) নব্য বাস্তববাদ অনুসারে জগতের ভেতরে কতকগুলো নিরপেক্ষ স্বাধীন পদার্থ রয়েছে, আর সেগুলোই জগতের মূল সত্তা। সেগুলো দেশ-কালের গণ্ডিতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা সম্পৃক্ত হলেই স্বয়ং-সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে।

এই নিবন্ধে আমরা মূর কর্তৃক সাধারণ বোধের দর্শন আলোচনা করে, সাধারণ বোধের ওপর ভিত্তি করে হেগেলীয় ভাববাদের খণ্ডন করে নব্য বাস্তববাদের একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সাধারণ দৃষ্টিতে মূরের সাধারণ বোধের দর্শনকে লৌকিক দর্শন মনে করে গুরুত্ব না দিলেও তাঁর দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী। ঊনবিংশ শতক থেকে হেগেলীয় ভাববাদের যে প্রভাব সমগ্র দর্শন-মহল কে গ্রাস করেছিলো, জর্জ এডওয়ার্ড মূরই প্রথম দার্শনিক যিনি সেই ভাববাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে বাস্তববাদের পথকে প্রশস্ত করেছিলো

অর্থাৎ ভাববাদী চিন্তাভাবনার বাইরে এসেও যে জগতকে বর্ণনা করা সম্ভব তা তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। এমনকি দর্শন যে কোনো ভাবপ্রবণ আকাশচারিতা নয়, সাধারণ বোধই যে দর্শনের মূল তা আমরা দার্শনিক মূরের দর্শনে দেখতে পাই। সুতরাং সমকালীন পশ্চিমী দর্শন ভাবনায় মূর একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে চিরকাল বিরাজ করবেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Hume, D. (1982). *An Enquiry Concerning Human Understanding.* Ed. By Dr. J. N. Mohanti. Kolkata: Progressive Publishers.

২. Moore, G. E. (1903). The Refutation of Idealism in *Mind* 12 (48):433-453. Ed. By G. E. Moore. Oxford: Oxford University Press.

৩. ---. (1925). A Defence of Common Sense in *Contemporary British Philosophy.* Ed. By J. H. Muirhead. London: Allen & Unwin.

৪. ---. (1953). *Some Main Problems of Philosophy.* London: Allen & Unwin.

৫. Schilpp, P. A (Edited). (1942). *The Philosophy of G. E. Moore* in The Library of Living Philosophers, Vol. IV. Evanston & Chicago: Northwestern University.

৬. Tiwary, N. P. (2022). *Contemporary Western Philosophy.* Patna: Motilal Books Publishers & Distributors.

৭. আলম, রশীদুল. ও নূরনবী, মোহম্মদ. (২০১০). *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস : সাম্প্রতিক কাল.* ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন।

৮. সেন, অমিত কুমার. (২০১২). *বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণী দর্শন.* কলকাতা: নবোদয় পাবলিকেশনস্।

হেগেলীয় ভাববাদের উত্তরসূরী ফ্রান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলি

প্রকাশ মণ্ডল*

প্রেক্ষাপট:

ভাববাদের যে চর্চা শুরু হয়েছিল প্লেটোর লেখনীতে, সেই শিশুবৃক্ষটি মহীরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বার্কলে, স্পিনোজা, লাইবনিজ এবং কান্টের রচনায়। তাঁরা ভাববাদকে এমন একটা তুরীয় অবস্থানে নিয়ে গেছেন, যেখান থেকে দৃশ্যমান ইন্দ্রিয় জগতের দূরত্ব অপরিসীম। হেগেলই প্রথম ভাববাদী দার্শনিক যিনি এই দূরত্বকে কমিয়ে আনতে চেয়েছেন কেননা বস্তুবাদ ও ভাববাদের সুদীর্ঘ বিরোধ হেগেলের মতবাদে নিষ্পত্তির দিকে অগ্রসর হয়। তিনি তাঁর বস্তুগত ভাববাদে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সমন্বয় সাধন করেন। প্রথম ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে তিনি উচ্চারণ করেন, বস্তুজগৎ পরমসত্তারই প্রকাশ। তাঁর মতবাদকে বস্তুগত ভাববাদ বলা হয় কারণ জগতের বাস্তব সত্তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। তাঁর এই সমন্বিত মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভাববাদী মতবাদ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

সমসাময়িক পাশ্চাত্য ভাববাদ প্রধানত হেগেলীয় দর্শনজাত। ভাববাদের বিভিন্ন প্রকারের স্রোত যতই নতুন খাতে প্রবাহিত হোক না কেন, হেগেলীয় ভাববাদের কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়ই। ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলিও এই হেগেলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাঁর বস্তুগত ভাববাদ আসলে হেগেলীয় ভাববাদেরই পরিমার্জিত

* স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, কাটোয়া মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান।
যোগাযোগ: reveal1991@gmail.com